বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪ ইং

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩ – ২০২৪ ইং

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান সম্পাদক : **মোঃ শাহিন**
নির্বাহী পরিচালক, পাথওয়ে

সম্পাদনা সদস্য : **মোঃ আলী হোসেন**
নির্বাহী সদস্য, পাথওয়ে
শিরিন আক্তার
নির্বাহী সদস্য, পাথওয়ে

স্থিরচিত্র : নিজস্ব ফটোগ্রাফার

মুদ্রণ : মিডিয়া সেন্টার

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৪

যোগাযোগ : বাড়ি ০২, রাস্তা ০৬, সেনপাড়া পর্বতা,
কাফরুল, ঢাকা -১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮০৫৩৭৪৩
মোবাইল: +৮৮ ০১৩২১ ২৩২৯৮০
ই-মেইল: info@pathwaybd.org
ওয়েব: www.pathwaybd.org

PATHWAY

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	পরিচিতি	০১
০২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০২
০৩	কার্যাবলী	০৩
০৪	সংস্থার কাঠামো	০৬-০৭
৪.১	কার্যনির্বাহী পর্ষদ (কমিটি), কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	০৬
৪.২	উপ-কমিটি সমূহ, সংস্থার কর্মকাঠামো	০৭
০৫	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আয় ব্যয় বিবরণী	০৮
০৬	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	০৯-১৯
৬.১	শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ	১০
৬.২	ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ঔষধ বিতরণ	১০
৬.৩	টিউবওয়েল ও শৌচাগার স্থাপন কার্যক্রম	১১
৬.৪	বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি	১১
৬.৫	নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা কার্যক্রম	১২
৬.৬	জনসচেতনতা ও আইনি সহায়তা কার্যক্রম	১৩
৬.৭	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম	১৩
৬.৮	স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকার্যক্রম	১৪
৬.৯	স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম	১৫
৬.১০	সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম	১৫
৬.১১	তৃতীয় লিঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম	১৮
৬.১২	মাদকবিরোধী কর্মসূচি	১৯
০৭	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২০
০৯	আলোক চিত্র	২১
১০	সারাংশ ও পরিশিষ্ট	২৫

পরিচিতি

পাথওয়ে একটি অলাভজনক দাতব্য সংস্থা; যা বিশ্বজুড়ে সহযোগিতামূলক কাজ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনকে সমর্থন করে। ১৯৯২ সাল থেকে পাথওয়ে ধারাবাহিকভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আসছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন নং: ঢ-০২৮৫১, এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন নং: ৭৭৮।

পাথওয়ে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, বেকারত্ব দূরীকরণ, সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম, অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা, পবিত্র রমজানে ইফতার বিতরণ, রক্তদান, জলবায়ু পরিবর্তন, মাদকবিরোধী কার্যক্রম, যে কোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাসহ বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সরকারি নিবন্ধনের সনদসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদফতর,ঢাকা
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়,....
নিবন্ধন সনদপত্র

Government of the People's Republic of Bangladesh
NGO AFFAIRS BUREAU
Prime Minister's Office
Registration Certificate
Registration No : 778
Date : 28/11/1993
Under the provisions of The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act, 2016' and Subject to the Conditions stated overleaf
PATHWAY
Address: House: 01, Road: 02, Block: D, Section: 06, Mirpur, Dhaka-1216.
From: 28/11/2018 To: 27/11/2028
has this day been registered/registration renewed.
This certificate is given under my hand and seal on this Twenty day of May two thousand And Eighteen.
Prepared By
Md. Mizanoor Rahman
NGO Affairs Bureau
Prime Minister's Office
Director General
K. M. Abdus Salam
NGO Affairs Bureau
Prime Minister's Office

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

PATHWAY দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্থায়ী ও মানসম্মত উন্নয়নে বিশ্বাস করে। এই এনজিও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমাজ উন্নয়নে কাজ করে, গবেষণার লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং দেশজুড়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো।

উদ্দেশ্য

PATHWAY ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুরক্ষিত ও সুন্দর সমাজ গড়তে চায়। এটি অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল ও লিঙ্গ সংবেদনশীল সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে, যেখানে বৈষম্যহীন, প্রগতিশীল ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সমাজ তৈরি হবে।

কার্যাবলী/কর্মসূচি

১. তৃতীয় লিঙ্গ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন:

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।
মানতা ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন।

০২. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ:

জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন।

০৩. নিরাপদ সড়ক:

চালকদের লাইসেন্স প্রাপ্তির আগে মানসম্মত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।
সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্কুল, কলেজ এবং কর্মস্থলে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন।
নিরাপদ সড়ক নিয়ে সামাজিক আন্দোলন।
ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব নিয়ে জনগণের মধ্যে গণসচেতনতা তৈরি করা।

০৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুনর্বাসন এবং ত্রাণ কার্যক্রম।

০৫. মাদক ও অপরাধ প্রতিরোধ:

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন।
যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা নিয়ে সচেতনতা।

০৬. বেকারত্ব দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান:

বেকার ও অসহায়দের জন্য কম্পিউটার, কুটির শিল্প, পাটজাত পণ্য, তাঁত শিল্প, চামড়া, ব্লক বাটিক, টাইডাই, স্ক্রিন প্রিন্ট, ফোম পুতুল ও সেলাই প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করা।
দক্ষ জনশক্তিকে উদ্যোক্তা হিসিবে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান এবং সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান।

০৭. স্বাস্থ্যসেবা:

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচী।

ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও দাতব্য হাসপাতাল পরিচালনা।

০৮. শিক্ষার বিস্তার:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও গণশিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ।

০৯. জনসচেতনতা বৃদ্ধি:

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন রোধ, পরিবার পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা।

১১. কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন:

জৈব সার, জৈব কীটনাশকের ব্যবহার, মাটির উর্বরতা রক্ষা, জল সংরক্ষণ, আধুনিক সেচ প্রযুক্তি, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার বাড়াতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

নির্মল-দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং পরিবেশ দূষণ রোধে সামাজিক আন্দোলন।

১৩. প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন:

প্রবীণদের জন্য চিকিৎসা, খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সহায়তা ও চিকিৎসা সহায়তার মাধ্যমে মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করা।

১৪. গণমাধ্যম ও প্রচার কার্যক্রম:

জাতীয় বিষয়ে ম্যাগাজিন, ভিডিও ফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি প্রকাশ।

এই উদ্যোগগুলো একটি মানবিক, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে পরিচালিত। পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ও স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে আমরা একটি টেকসই ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করছি।

সকলের সহযোগিতা ও সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই কর্মসূচিগুলো আমাদের জাতীয় উন্নয়নের পথে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। আমাদের লক্ষ্য একটি মানবিক বাংলাদেশ–যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না।

সংস্থার কাঠামো

কার্যনির্বাহী পর্ষদ (কমিটি)

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১.	মোঃ রইজুর রহমান	চেয়ারম্যান
০২.	মোঃ সাদেকুল ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান
০৩.	মোঃ শাহীন	নির্বাহী পরিচালক
০৪.	মোঃ আব্দুল করিম	কোষাধ্যক্ষ
০৫.	মোঃ আলী হোসেন	নির্বাহী সদস্য
০৬.	মোঃ ছাইদ রব্বানী	নির্বাহী সদস্য
০৭.	মোঃ রাশেদ	নির্বাহী সদস্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

(১) সংস্থার প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচের অনুমোদন করা।

(২) বিশেষ কার্য সম্পাদনের সাব-কমিটি গঠন করা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা।

(৩) সভা করার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান ও সবার আলোচ্যসূচী গ্রহণ করা ।

(৪) সংস্থার সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার হিসাব বই ও ফরম বই নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

(৫) নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কর্মচারী নিয়োগ করা এবং সকল কর্মচারীর বেতন নির্ধারণ করা।

(৬) সংস্থার প্রশানিক, আর্থিক ও পরিচালনায় দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করা

(৭) কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তাদের/ কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করিবেন।

উপ-কমিটি সমূহ

ক্র.নং	প্রকল্প বা কার্যক্রম	নিযুক্ত ব্যক্তির নাম	পদবী
০১.	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	মোঃ সাইফুল ইসলাম	ম্যানেজার
০২.	মাদক বিরোধী কার্যক্রম	লুৎফুর বারী	পরিচালক
০৩.	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম	শিরিন আক্তার, নির্বাহী সদস্য	পরিচালক
০৪.	কৃষি ও পরিবেশ সম্পর্কিত কার্যক্রম	নুরু উদ্দিন, সদস্য	পরিচালক
০৫.	অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	আবু নাঈম, ভাইস-চেয়ারম্যান	পরিচালক
০৬.	নিরাপত্তা কার্যক্রম ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম	মাহিদ হোসেন মাগফি	সমন্বয়ক
০৭.	তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	মোঃ আলী হোসেন, নির্বাহী সদস্য	পরিচালক

সংস্থার কর্মকাঠামো

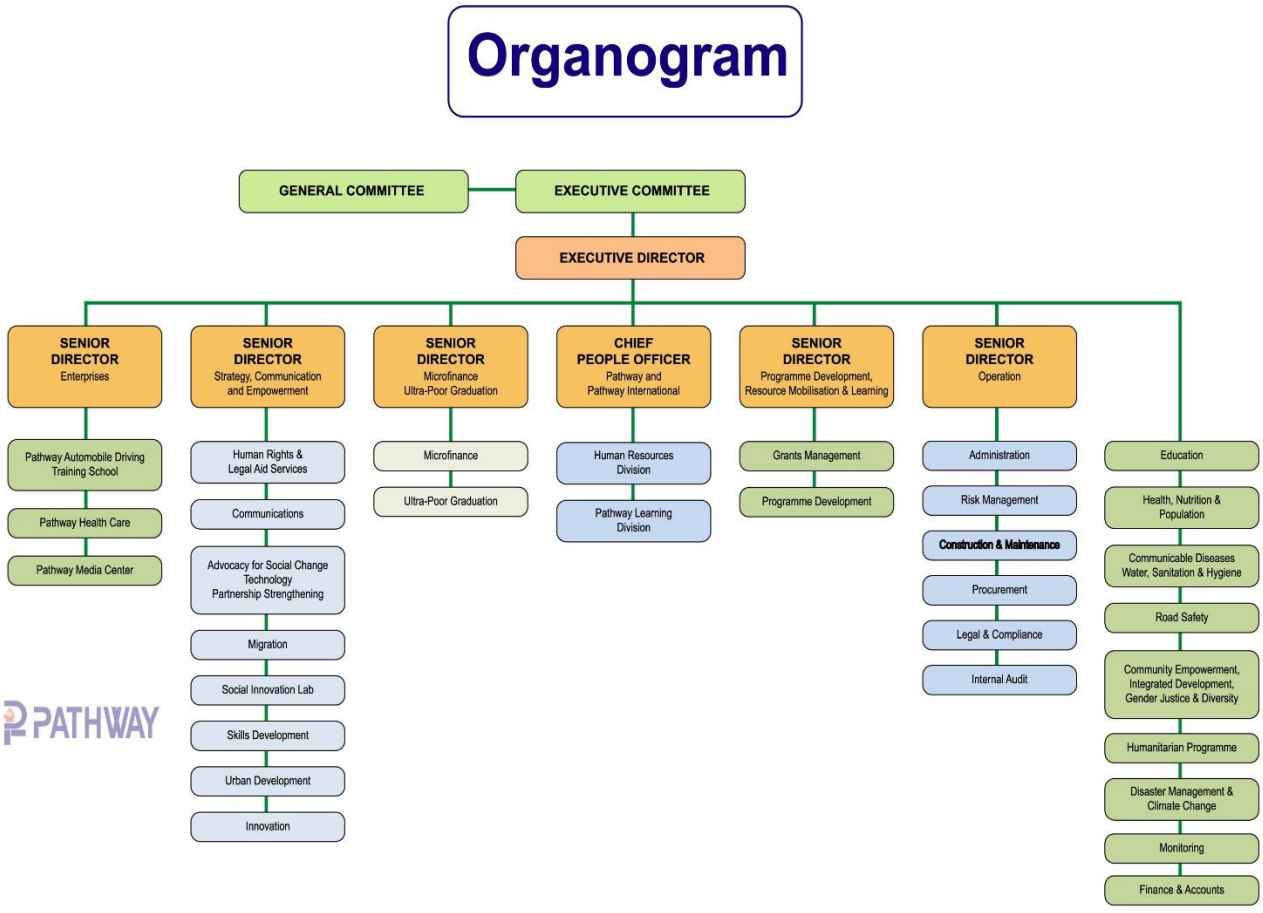

আয়- ব্যয় বিবরণী

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আর্থিক অবস্থান

দাতার অনুদান	৫৩,০৫,০০০
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১,০০,০০০
আইজিএ প্রকল্প	২৩,১৫,০০০
সদস্য ভর্তি ও চাঁদা	৪৮,০০০
অন্যান্য আয়	৫,০০,০০০
মোট	**৮২,৬৮,০০০**

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী	
বেতন ও ভাতা	১৮,৮৯,৩০০
প্রশাসনিক খরচ	৬,০৩,৭০০
আইজিএ প্রকল্পের খরচ	২৪,৯০,০০০
শিক্ষা কার্যক্রম	১৩,৭৭,৮০০
স্বাস্থ্য কর্মসূচী	৫,৩০,৭০০
পানি ও স্যানিটেশন প্রোগ্রাম	৭৪,৫০০
পরিবেশ কর্মসূচি	৬৭,০০০
কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী	১,৫৪,০০০
অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী	৩৫,০০০
ত্রাণ ও পুনর্বাসন	৫,৯৩,০০০
স্কিল ডেভেলপমেন্ট লিডারশিপ ট্রেনিং	৩,০৫,০০০
সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি	১,২০,০০০
তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৭,৬৭,০০০
মাদক বিরোধী কর্মসূচি	৩,০৩,০০০
ভলেন্টিয়ারিং কর্মসূচি	১,৯২,০০০
অন্যান্য	৭,০০০
মোট	**৮২,৬৮,০০০**

সম্পদ, আসবাবপত্র ও আর্থিক অবস্থা ভিত্তিতে সংস্থার হিসেব বিবরণী-

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পদ
২,৭৩,৮২১/-	৩,৪৯,৩১৬/-	৩,৯৭,৭৫৪/-

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পাথওয়ে কর্তৃক অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার অধিকাংশই বেশ সুনাম কুঁড়িয়েছে। কার্যক্রম সমূহ হলো-

- শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ
- ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ঔষধ বিতরণ টিউবওয়েল ও শৌচাগার স্থাপন কার্যক্রম বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি কৃষি প্রশিক্ষণ ও বীজ বিতরণ
- নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা কার্যক্রম
- জনসচেতনতা ও আইনি সহায়তা কার্যক্রম
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম
- সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম
- তৃতীয় লিঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম
- মাদকবিরোধী কর্মসূচি

শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ

পাথওয়ে-এর ধারাবাহিক মানবিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে অসহায় ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। প্রতি বছরের মতো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও পাথওয়ে এই মহৎ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করেছে। এ বছর সংস্থার পক্ষ থেকে ০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বই, খাতা, কলম, ক্যালকুলেটর, স্কুল ব্যাগসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ১৬ জন মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পাথওয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনে আশার আলো জ্বালানোর পাশাপাশি তাদের শিক্ষার পথকে আরও মসৃণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস, এই সহযোগিতা তাদের স্বপ্নপূরণের যাত্রায় একটি দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ঔষধ বিতরণ

পাথওয়ে সফলভাবে মিরপুরে ‘ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক’ প্রকল্প পরিচালনা করছে, যেখানে গত অর্থবছরে ৪৩৭ জন প্রাথমিক ও বিশেষায়িত চিকিৎসা পেয়েছেন। এছাড়া, দুস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়, যা তাদের জীবনে স্বস্তি ও সহায়তা এনে দেয়।

টিউবওয়েল ও শৌচাগার স্থাপন

সামাজিক অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও সুপেয় পানির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় দুইটি নলকূপ স্থাপন করে পাথওয়ে। যার মাধ্যমে উপকার ভোগী হয়েছে পাঁচটি পরিবারের ৩৫ জন। তাছাড়াও এছাড়াও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটি শৌচাগার স্থাপন করে পাথওয়ে।

বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি

পাথওয়ে বিশ্বাস করে যে, মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য ও পৃথিবীর পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নের জন্য দূষণমুক্ত ও পরিষ্কার পরিবেশ অত্যাবশ্যক। এ কারণে ঢাকা ও বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে পাথওয়ে সাপ্তাহিক ক্লিনিং ক্যাম্পেইন আয়োজন করে আসছে। পাথওয়ে মূলত রাস্তা এবং ড্রেন থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণে কাজ করে। এছাড়াও পাথওয়ে প্লাস্টিক দূষণ ও প্লাস্টিকের পুনর্ব্যাবহার নিয়ে সেমিনার ও গণজমায়েত আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও কাজ করে।

আমাদের লক্ষ্য পরবর্তীতে জেলাভিত্তিক ক্লিনিং ক্যাম্পেইন চালু করা এবং সংগৃহীত বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও অপুনর্ব্যবহারযোগ্য এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবান, কুয়াকাটা, লাউয়াছড়া ইত্যাদি স্থানেও ক্লিনিং ক্যাম্পেইন আয়োজনের মাধ্যমে জায়গাগুলোকে পরিষ্কার ও উপভোগ্য করে গড়ে তোলাও পাথওয়ে এর এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা

পুরো বছর জুড়ে নারীর ও শিশুর অধিকার সুরক্ষায় ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে পাথওয়ে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে উঠান বৈঠক পরিচালনা করে নারীকে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এ বছর ০৫ টি উঠান বৈঠকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক বিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, মাদক ও করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

নিজের অধিকারের প্রতি সচেতন হলেই নারী তার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারবে, এমন ধারণা থেকে নারীদেরকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জ জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

জনসচেতনতা ও আইনি সহায়তা

নাগরিক অধিকার সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন ব্যাধি বা কুফল এর প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও এই কার্যক্রমে আওতায় ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ০২ জন ব্যক্তিকে এ প্রকল্পের আওতায় সহায়তা পেয়েছেন।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকার্যক্রম

সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পাথওয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। যার মধ্যে অন্যতম-

- সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ,
- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ।

সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। তাই নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষে প্রতিবছরে এর ন্যায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩০ জন নারীকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

নিরাপদ সড়ক নির্মাণে পরিবহন চালকদের ভূমিকা অপরিসীম। দক্ষ ও সচেতন চালক তৈরির লক্ষ্যে পাথওয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে **পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল**, যা পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে **বিনামূল্যে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ** প্রদান করে নতুন জীবনের দিশা দেখাচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ আর্থবছরে পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল ৩৫০ জনেরও বেশি চালককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যার মধ্যে ৩৭ জন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ পেয়েছে। এটি শুধু একটি ড্রাইভিং স্কুল নয়, বরং জীবনের গতিপথ বদলে দেওয়ার একটি মানবিক উদ্যোগ।

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবী (Volunteer) একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি, যিনি নিজ উদ্যোগে সমাজের কল্যাণে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। মানবতার সেবায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তারা নিজের সময়, শ্রম এবং দক্ষতা উৎসর্গ করেন। স্বেচ্ছাসেবীরা বিভিন্ন সামাজিক, পারিবারিক বা পরিবেশগত ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটাতে কাজ করেন। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, যা সত্যিই অনুপ্রেরণার প্রতীক।

পাথওয়ের কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবীদের নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ। আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষ স্বেচ্ছাসেবীই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তাই প্রতি বছর আমাদের সাথে যুক্ত সকল স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য দুটি বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে একটি হলো ফার্স্ট এইড ও উদ্ধার কার্যক্রম প্রশিক্ষণ, যা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক। অপরটি সামাজিক ও মানসিক সুরক্ষা প্রশিক্ষণ, যা তাদের মানসিকভাবে শক্তিশালী ও সমাজসেবায় দক্ষ হতে উদ্বুদ্ধ করে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমাদের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে মোট ১৭৮ জন স্বেচ্ছাসেবী দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সেবার মানসিকতাই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম

আধুনিক বিশ্বের শ্রমবাজারে যোগ্য ও দক্ষ কর্মীর ব্যাপক চাহিদা থাকলেও দক্ষতার অভাবে অনেক শিক্ষিত যুবক কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে দেশে বেকারত্বের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে **পাথওয়ে** শিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে।

পাথওয়ে এর উদ্যোগে তরুণরা সহজেই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারছে এবং স্বাবলম্বী জীবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পাথওয়ে-এর মাধ্যমে ৩০ জন পিছিয়ে পড়া ও শিক্ষিত ব্যক্তি সফলভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। তাদের এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়নে নয়, সমাজের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

বিগত এক দশক ধরে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, যা দেশের একটি গুরুতর সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট মোকাবেলায় পাথওয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, যাতে সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে

পারে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বশীল চালকদের একটি শক্তিশালী দল গঠন করা, যারা সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

পাথওয়ের নিরাপদ সড়ক প্রকল্পটি মূলত বাসস্ট্যান্ড, বাস ডিপো এবং শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলে সেমিনার, কর্মশালা ও সচেতনতা প্রচারণার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যাতে সড়কপথে জীবিকা নির্বাহকারী মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। লিফলেট বিতরণ, ড্রাইভিং সিগন্যাল সম্পর্কে ধারণা প্রদান, ড্রাইভার ও হেল্পারদের সাথে মতবিনিময় এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হচ্ছে।

এছাড়া, পাথওয়ের গবেষণা দল বর্তমানে ফিটনেসবিহীন গাড়ি দ্রুত শনাক্তকরণ এবং রাস্তা থেকে তা অপসারণের কার্যকর প্রক্রিয়া উন্নয়নের কাজ করছে। দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং সফলতার পর, পাথওয়ে আজ জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে।

সড়ক নিরাপত্তায় আমাদের এই অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য গ্লোবাল রোড সেফটি এলায়েন্সের সহযোগী সদস্য হিসেবে গত অর্থবছরে আমরা স্বীকৃতি অর্জন করেছি, যা আমাদের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব এবং প্রতিশ্রুতির আরও একটি প্রমাণ।

তৃতীয় লিঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে পাথওয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। সামাজিকভাবে অবহেলিত এই মানুষদের পাথওয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও স্বাবলম্বী করে তোলার সুযোগ তৈরি করছে, যাতে তারা সমাজে সম্মানের সাথে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে ড্রাইভিং, বুটিকস, এবং বিউটিশিয়ান ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত। চলমান এই প্রকল্পের আওতায় এবছর ১৩ জন ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, ১৭ জন সেলাই প্রশিক্ষণ, ৩ জন বুটিকস প্রশিক্ষণ এবং ২ জন বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

এছাড়াও, এই অর্থবছরে ১৩ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ, ৫ জনকে নগদ আর্থিক সহায়তা এবং ৩ জনকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাথওয়ের এ উদ্যোগ শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি তাদের সম্মান ও স্বাবলম্বিতার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

মাদকবিরোধী কর্মসূচি

বর্তমানে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাদকের ট্রানজিট পয়েন্টে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক প্রতিদিন আমাদের দেশে প্রবাহিত হচ্ছে, আর এর ফলস্বরূপ আমাদের যুব সমাজ মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পাথওয়ে এই সংকট থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমরা বিশ্বাস করি, মাদকের হাত থেকে যুবকদের রক্ষা করতে পারিবারিক, শিক্ষামূলক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া কখনোই মাদকের আগ্রাসন থেকে যুব সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।

পাথওয়ে তার মাদকবিরোধী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করছে এবং মাদকে আক্রান্তদের পুনর্বাসনেও সহায়তা প্রদান করছে, যাতে তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হলো, মাদকমুক্ত একটি সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে প্রতিটি যুবক একটি আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অলাভজনক ও দাতব্য সংস্থা পাথওয়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অসঙ্গতি দূর করার লক্ষ্যে একাধিক গভীর এবং কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- সংস্থার জনবল কাঠামো শক্তিশালী করা এবং একটি দক্ষ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি সদস্যের কাজের মূল্য এবং সমাজের প্রতি তাদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
- স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে ভোটাধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়।
- ২০২৭ সালের মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের জনগণের জন্য একটি উন্নত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে তারা সমান সুযোগ পাবে এবং দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা আরও দৃঢ় হবে।
- ২০৩১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে সংস্থার কর্মপরিধি বিস্তৃত করা, যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেবা পৌঁছাতে পারে এবং মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।
- মানবাধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করা এবং বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে গর্বিত করার জন্য কাজ করা।
- স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে একযোগভাবে কাজ করা, যাতে একটি উন্নত, নিরাপদ এবং স্মার্ট ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

পাথওয়ে র এই উদ্যোগসমূহ শুধু একটি দাতব্য কার্যক্রম নয়, বরং একটি সামাজিক আন্দোলন, যা সমাজের প্রতিটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমৃদ্ধ ও মানবিক বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আলোক চিত্র

তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

গরিব, অসহায় ও দুস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

মাদকবিরোধী কর্মসূচি

শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন

ভলানটিয়ারিং কার্যক্রম

জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

পবিত্র মাহে রমজানে ইফতার বিতরণ কর্মসূচি

অন্নদান: অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের খাবার ঝুড়ি

সারাংশ ও পরিশিষ্ট

সময়ের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে পাথওয়ে ১৯৯২ সাল থেকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এ যাত্রা নতুন করে প্রাণ পেয়েছে, আর এই অনুপ্রেরণার মূল শক্তি হলো সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার।

(সমাপ্ত)